R. N No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ
৪২ শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯২ সাল
২ ই মার্চ্চ ১৯৮৬ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১২৲ সডাক

অরঙ্গাবাদে কংগ্রেস (ই) গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তুঙ্গে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : অরঙ্গাবাদ কংগ্রেস দলে বরাবরই দুটি গোষ্ঠী রয়েছে। একটি প্রয়াত লুৎফল হকের ও অপরটি মোঃ সোহরাবের। লুৎফল হক জীবিত থাকাকালীনই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে উঠে। যার ফলে গত লোকসভা নির্বাচনে মোঃ সোহরাবের পরাজয় ঘটে। লুৎফল হকের মৃত্যুর পর সোহরাব গোষ্ঠী তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে আশান্বিত হয়ে উঠেন। তাঁরা এ ব্যাপারে সাত্তার সাহেবের মদতও পান। কিন্তু বরকত সাহেবের কৃপা লাভ করায় হক পুত্র হুমায়ুন রেজা এম, এল, এ, নমিনেশন পেয়ে নির্বাচনী যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় তাঁর প্রভাব বাড়তে থাকে। সোহরাব সাহেবও বসে থাকেন না। তিনি হুমায়ুন রেজার প্রভাব হ্রাস করতে উঠে পড়ে লাগেন। হুমায়ুন রেজাও সোহরাব ও তাঁর গোষ্ঠী উচ্ছেদে তৎপর হন। এই পরিস্থিতিতে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী তৃতীয় আর একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর ব্লক কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের অফিস পৃথক পৃথকভাবে কাজ চালাচ্ছে। হুমায়ুন রেজা গোষ্ঠীর প্রভাব এই দুই গোষ্ঠীর কোনটির মধ্যেই তেমন জোরদার নয়। রেজা অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা নাকি প্রায় সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। এদের স্বজনপোষণ ও বিভিন্ন জন বরোধী নীতির ফলে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা অসন্তুষ্ট। এদিকে সি, পি, এম, ও আর, এস, পি, বসে নেই। তারা অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছেন এ অঞ্চলে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা বাড়াতে। তাদের সুসংবদ্ধ প্রচারের পালটা প্রচারের দক্ষতা বুদ্ধি কোনটায় বর্তমান গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিভক্ত কংগ্রেসীদের নাই। ফলে এ অঞ্চলে কংগ্রেস প্রভাব পড়তির মুখে। তারাপুরের টি, বি হাসপাতালকে কেন্দ্র করে বরকত সাহেবের রাজনীতিতেও ফরাক্কা, ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি জাঁকিয়ে উঠেছে। সামনে সাধারণ নির্বাচন আসছে, এই সময়ে এখানের কংগ্রেসে তিনটি গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে গেলেও অবাক হবার কিছু নাই।

জঙ্গিপুর কলেজের নেপথ্য কাহিনী

(চতুর্থ কিস্তি)

(জঙ্গিপুর কলেজের দুর্নীতি অব্যবস্থা সম্পর্কিত বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। জনস্বার্থে সেগুলি আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করব : —সঃ জঃ সঃ)

কলেজে দূর দূরান্তর থেকে ছেলেরা আসে পড়াশোনার জন্য। সরকার বর্তমানে অধ্যাপকদের অতি উচ্চহারে বেতন দেন ছাত্রদের পাঠদানের জন্য। কিন্তু বর্তমানে জঙ্গিপুর কলেজের অনেক অধ্যাপকেরই তাঁদের সেই প্রাথমিক কর্ত্তব্যকর্মে গুরুতর অনীহা দেখা যাচ্ছে। আমরা জানি 'বুনো রামনাথের' যুগ আর নাই। আজ শিক্ষক সমাজ ছাত্রদের ক্লাসে পড়ানোর চেয়েও বেতন বৃদ্ধির রাজনীতি এবং প্রাইভেট টিউশনির দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। কিন্তু সেটাও অন্যত্র কিছুটা রয়েসয়ে করেন। জঙ্গিপুর কলেজে সেই ন্যূনতম দায়িত্ববোধটুকুও অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

অধ্যাপকরা গরহাজির হওয়ায় অনেকদিনই ক্লাস হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেও সেই অধ্যাপকদের হাজিরা খাতায় অনুপস্থিতির কোন চিহ্ন থাকে না। ৪।৫ দিন পরে এসেও হাজিরা খাতায় একসঙ্গে সই করে দেওয়ার কোন বাধা নাই। ছাত্রদের উপস্থিতির খাতাতেও Percentage দিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে সত্যি সত্যি ক্লাস না করেও উপস্থিতি খাতায় কারচুপি করা হয়। এ-অভিযোগ বহু ছাত্রছাত্রীর। প্রয়োজন হলে কোন অধ্যাপক কবে কোন ক্লাস কামাই করে পরে হাজিরা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বয়স বাড়ানো হয়েছে দাবী টিকল না

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ মার্চ পুরসভার প্রাক্তন ক্যাটেল ফিডার বিজয় দাস বনাম পুরসভার মামলাটি বিজয় দাসের প্রতিকূলে খারিজ হয়ে গেল। জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতের মাননীয় বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন, শ্রীবিজয় দাসের দাবী পুরসভা তার বয়স বাড়িয়ে তাঁকে চাকরী থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন এ অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। বিজয় দাসেব সঠিক জন্ম কোন্ সময় তা তিনি প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে পুরসভার চেয়ারম্যানের নির্দেশকে খারিজ করে তাঁকে পুনর্নিয়োগ করার আদেশ দেওয়া যায় না। এ মামলায় স্থানীয় জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক অনুত্তম পণ্ডিতকে আদালত সাক্ষ্য হিসাবে তলব করেন। জঙ্গিপুর সংবাদের ১৯৮৩ সালের ১২ জানুয়ারী সংখ্যায় 'জঙ্গিপুর পুরসভার সারভিস বই নিয়ে চাঞ্চল্যকর কেচ্ছা' শীর্ষক এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে অভিযোগ করা হয় যে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য পুরসভায় একটি চক্র বেশ কিছু সারভিস বুক কাটাকাটি করে বয়স ও যোগ্যতা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়া কমা করে। বাদী বিজয় দাস এই পত্রিকার কপি তাঁর মামলায় রিলিভেন্ট বলে কোর্টে দাখিল করলে কোর্ট পত্রিকার সম্পাদককে সাক্ষ্য হিসাবে তলব করেন। শ্রীদাস দাবী করেন তাঁর জন্ম ১৫ জুন, ১৯২৬ খৃঃ এবং পুরসভার ঐ পরিবর্তন কার্য্যের তিনি একজন শিকার। মাননীয় আদালত কিন্তু তাঁর ঐ দাবী সম্বন্ধে রায়ে বলেন, শ্রীদাস তাঁর জন্ম ১৫-৬-২৬ একথা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। পুরসভার পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেন তরুণ এ্যাডভোকেট ও পাবলিক প্রসিকিউটর প্রশান্ত সিংহ এবং বাদী পক্ষে ছিলেন জঙ্গিপুর লইয়ার্স বারের সম্পাদক মুক্তা ঘোষাল।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯২ সাল

সমীচীন উদ্বেগ

মুসলিম মহিলাদের তালাক বিল সংক্রান্ত যাহা লোকসভায় পাশ হইবার অপেক্ষায় আছে, তাহা মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের গ্যারান্টি পরিচয় বহন করিলেও বিষয়টি সম্পর্কে দেশের মুসলমান সমাজ কিন্তু সম্পূর্ণ একমত হইতে পারেন নাই। ইহার উপর মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা বাদানুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কি অনেক মুসলিম মহিলাও এই বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছেন।

কিন্তু বিল পাশ হইতে চলিয়াছে বলিয়া (যদিও এখনও সেই রকম নিশ্চয়তার পূর্বাভাস দেওয়া যায় না) বহু মুসলিম মহিলা হয়ত বিপদ গণিতেছেন—এ ই রূ প আ শ ঙ্কা অনেকেরই। স্থানীয় আদালতে জনৈকা মুসলিম মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হইয়া ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৫নং ধারামতে তাঁহার স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের ও সন্তানের খোরপোষের দাবীতে এক মামলা দায়ের করিয়া নিজের অনুকূলে রায় পান। তিনি ১৬০ টাকা খোরপোষের অধিকার পান। অতঃপর তাঁহার স্বামী উচ্চ আদালতে আপীল করিলে বিচারে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখা ত হয়ই, উপরন্তু খোরপোষের টাকা বর্দ্ধিত করিয়া ৪৫০ টাকা করা হয়। উল্লেখিতা তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম মহিলাটি চোখে অন্ধকার দেখার দায় হইতে রক্ষা পান।

তবে যদি লোকসভায় বিলটি পাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে অতঃপর তালাকপ্রাপ্তা কোন মুসলিম মহিলা ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৫ নং ধারামতে আর অগ্রসর হইতে পারিবেন কি? যদি তাহা না পারেন, তবে তিনি প্রাণধারণের জন্য কোন পথ অবলম্বন করিবেন? আইনজীবীদের অনেকেই মনে করেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে এইসব হতভাগিনী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। দেশের মধ্যে সুস্থ নাগরিক হইয়া বাঁচিবার অধিকার বোধ হয়, তাঁহাদের থাকিবে না।

একই দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আইন বহাল থাকিবে কেন—ইহা অনেকেরই প্রশ্ন। বিশেষ করিয়া যেখানে জীবনধারণের সমস্যা রহিয়াছে অমুসলিম মহিলারা ত্যক্তপতিকা হইলে খোরপোষটুকু পতিদেবতার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন, পারিবেন না শুধু তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম মহিলারা।

আমাদের এখন দেখিবার রহিল যে, সরকার তথাকথিতা মুসলিম মহিলাদের ভাগ্য সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা লইবেন। বিবাহবিচ্ছেদ যেভাবে ইউরোপাদি পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রচলিত, তাহাতে তত্রত্য মহিলাদের খাওয়াপরার ভাবনা থাকে না। কেননা স্ত্রীলোকরাও সেখানে উপার্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং মাথায় হাত তাঁহাদের দিতে হয় না। কিন্তু এদেশে কতগুলি মুসলিম রমণী উপার্জনক্ষমা? তাঁহাদের অধিকাংশই ত উচ্চ শিক্ষার দরজায় পৌঁছাইবার পূর্বেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হন। এই অবস্থায় তালাক পাইয়া তাঁহারা আইনের আশ্রয় লইতে পারিবেন না। কারণ উল্লেখিত আইনের ধারা তাঁহাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে না যদি এই তালাকসংক্রান্ত বিল পাশ হইয়া যায়। তাই তাঁহাদের ভাবনা অসমীচীন নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন।

হায় ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল!

রঘুনাথগঞ্জ: একটু সচ্ছল পরিবারে ষ্ট্যাটাস জাহির করার জন্য যেমন টি ভি সেট রাখতে হয়, তেমনি হাতের কাছে 'ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল' থাকলে ছেলেমেয়েদের সেখানে পড়াতে হয়। এই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা কারা। তাঁদের বিদ্যাবত্তা কতটুকু সেটা কেউ যাচাই করে দেখা দরকার মনে করেন না। কয়েকদিন আগে এখানকার একটি ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলের শিক্ষক তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের বই আনানোর জন্য নিজ হাতে লিখে দোকানে একটি অর্ডার দিয়েছিলেন। অর্ডারের কাগজটি আমাদের হাতে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ইংরাজীনবিশ শিক্ষকমশায় গ্রামার বানান লিখেছেন "GRAMMER" নার্সারী বানান লিখেছেন— "NARSHERY"। ইংরাজীতে ছাত্রছাত্রীরা কিরকম তালিম পাচ্ছেন তা সহজেই অনুমেয়!

হলার মেশিন আধুনিকীকরণে সরকারী অনুদান

বহরমপুর: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ হলার বা হাসকিং মেশিনগুলিকে আধুনিকীকরণের এক সামগ্রিক উদ্যোগ নিয়েছেন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী বহরমপুর রবীন্দ্রভবনে এ সম্বন্ধে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জেলা সমাহর্ত্তা বি, মহাপাত্র এবং বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কারা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমহাপাত্র তাঁর ভাষণে সেকেলে মেশিনারীর বদলে নূতন হাসকিং মেশিনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝিয়ে বলেন। তিনি আরও বলেন ,বিংশ শতব্দীর শেষ পর্বে আমাদের দেশ অত্যাধুনিক কমপুটার যুগে প্রবেশ করতে চলেছে, এ সময়ে সেকেলে হাসকিং মেশিন বা হলারগুলির বদলে আধুনিক দ্রুতগতিসম্পন্ন মেশিনের ব্যবহারে ধান থেকে উৎকৃষ্ট মানের চাল প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। এবং তাতে সময়, শ্রম ও খরচের লাঘবও হবে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এ ধরনের সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বলেন, হাসকিং ও হলার ব্যবসায়ীদেরকে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জ্ঞানদানের জন্যই মাঝে মাঝে সেমিনার অনুষ্ঠিত করতে পারলে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে ও তারা উৎকৃষ্ট মানের মেশিন ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে উঠবে। খড়গপুর আই আই টির পোষ্ট হারভেষ্ট টেকনোলজীর জনৈক বিশেষজ্ঞও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে উন্নতমানের যন্ত্রপাতির ডিমনষ্ট্রেশন দিয়ে তার উপকারিতা বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন নূতন মেশিন কেনায় উৎসাহ দিতে ভারত সরকার প্রতিটি হলার ব্যবসায়ীকে অনধিক ৫০০০ টাকা অনুদান দিতে মনস্থ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ছয়শ হলার ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের পক্ষ থেকে একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন

রঘুনাথগঞ্জ: রাজ্যের সর্বত্র গত ৫ মার্চ বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে কংগ্রেস (ই) কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন সংঘটিত হয়। জঙ্গিপুর শহরে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মহঃ সোহরাব ও এম এল এ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ মিছিল এস ডি ও অফিসে উপস্থিত হয়ে আইন অমান্য করে। পুলিশ এদের মধ্যে ৩৭৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরে সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

মার্কেটিং সোসাইটির অগ্নিকাণ্ডের রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে

ধুলিয়ান: গত ৮ ফেব্রুয়ারী সমসেরগঞ্জ থানা প্রাইমারী কোঃ অপাঃ এগ্রিঃ মারকেটিং সোসাইটির পাট গুদামের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডকে ঘিরে দিনে দিনে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। সোসাইটির বক্তব্য আগুন লাগে দুপুর ১২-৩০মিঃ এবং বিদ্যুৎ লাইনের দোষেই বদ্ধ ঘরে অগ্নিকাণ্ড হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় নাকি, চাঁদপুর সাব ষ্টেশনে লোড শেডিং চলছিল সকাল থেকেই এবং বেলা দুটোর পর বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা কালীন বিদ্যুৎ লাইনের দোষে তাহলে আগুন লাগল কি করে? ধুলিয়ানের এই সোসাইটির সম্বন্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায় লোকের মুখে মুখে। ধুলিয়ানের মানুষের সন্দেহ গুদামে পাটের হিসাবে গোলমাল ছিল এবং সেই গণ্ডগোল চাপা দিতেই এই আগুন লাগানো হয়েছে।

বেকার নিয়ে খেলা করছেন প্রশাসন!

সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের বর্ত্তমান কর্মকর্তা এ কর্মীদের ব্যবহারে স্থানীয় বেকার যুবকেরা অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি দৈনিক সংবাদপত্রে ও রেডিও মারফৎ সরকার প্রচার করেছিলেন বেকার ভাতার জন্য ফরম জমা দেওয়া যাবে ২৪ ফেব্রুয়ারী '৮৬ পর্য্যন্ত। কিন্তু বেকারদের অভিযোগ, জঙ্গিপুর কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র জানাচ্ছে শেষ তারিখ ১৫ ফ্রেব্রুয়ারী শেষ হয়ে গিয়েছে। বেকার যুবকেরা কাগজের বিজ্ঞপ্তি দেখালে তাঁরা বিরক্তিভরে বলেন, ওসব কাগজ দেখে আমাদের কি লাভ, আমরা যা বলছি ঠিকই বলছি। কার্ড নং এফ/৯৫২০/৭৮ রেজিষ্ট্রেশন নম্বরের জনৈক বেকারের অভিযোগ, গত ১৭, ১৯ ও ২১ ফেব্রুয়ারী পরপর তিনদিন অফিসে গিয়েও ফরম যোগাড় করতে পারিনি এবং কর্মবিনিয়োগকেন্দ্র তাকে বারবার ফিরিয়ে দেয়। এরূপ আরো নজীর আমাদের দপ্তরে রয়েছে। বেকারদের প্রশ্ন, প্রশাসন কি আমাদের ভাগ্য নিয়ে খেলা করছেন না সরকারী আমলারা কাজে অবহেলা করছেন—কোনটা ঠিক?

ধর্ষিতা মহিলা মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন

অরঙ্গাবাদ : সুতি থানায় আবার ধর্ষণের ঘটনা ঘটলো। ঘটনায় জানা যায়, গত ১ মার্চ রাত্রি ১১টা নাগাদ বায়ুহা গ্রামে সেচ বিভাগের এক কর্মীর ঘরে ঢুকে ঐ গ্রামের ফরেষ্ট বিভাগের ওয়াচম্যান ও অপর দুই ব্যক্তি কর্মীটির যুবতী স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে। সেই সময় ঘরে উক্ত কর্মীর বৃদ্ধা অন্ধ মা ও ২টি নাবালক সন্তান ছাড়া কেউ ছিল না। স্বামী ফিরে এলে তাঁকেও নাকি ভয় দেখিয়ে থানায় যেতে বাধা দেওয়া হয়। ২/৩ দিন পর খবর পেলে থানার বড়-বাবু তদন্তে আসেন। আসামী গ্রাম ছেড়ে আত্মগোপন করেছে বলে জানা যায়। গ্রামের কিছু লোক জানালেন আসামী ইসরালি সেখ ৫/৬ বছর আগেও একবার ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত হয়। কিন্তু সে ঘটনা চাপা দেওয়া হয়। আসামী নাকি এখন তার শ্বশুর বাড়ী পাইকরে আত্মগোপন করে আছে।

নাট্যানুষ্ঠান

অরঙ্গাবাদ : গত ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বাজারে মলয় গুপ্তের পরি-চালনায় ও বলাকা সমিতির শিল্পীদের অভিনয়ে 'সাহাজান' ও 'মা মাটি মানুষ' নাটক দুটি মঞ্চস্থ হয়। সাজাহান ও শিবঠাকুরের ভূমিকায় মলয় গুপ্তের অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দেয়।

বাৎসরিক সম্মেলন

বহরমপুর : গত ৩ মার্চ স্থানীয় বিমল সিংহ কালচারাল হলে মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যবসায়ী সমিতির বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা সম্মেলনে যোগ দেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বিশেষ করে সরকারের নিত্য নতুন আইনে ব্যবসায়ীদের অসহনীয় অবস্থার কথা ব্যক্ত করেন। জঙ্গিপুর মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বরুণ রায় তাঁর ভাষণে ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামার ডাক দেন এবং প্রয়োজনে লাগাতার ধর্মঘটে সামিল হবার কথা জানান। জেলা থেকে ব্যবসায়ীদের একটা মুখপত্র প্রকাশের কথাও তিনি সভায় পেশ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যায় যে, ম্যাকেঞ্জি পার্ক হল ও ট্যাঙ্ক ট্রাষ্টের অধীন একটি পুকুর আছে তাহা আগামী ইং ১ ৪-৮৬ তারিখ হইতে ইং ৩১-৩-৮৭ তাং এক বছরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ডাকপত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পাঠাইতে পারিবেন। ডাকপত্র পাঠাইবার বা জমা দেওয়ার সময় ডাকপত্রের সঙ্গে এক হাজার (১০০০.০০) টাকা জামানত হিসাবে জমা দেওয়ার চালান গাঁথিয়া দিতে হইবে। জামানতের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে রেভিনিউ ডিপোজিট হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষে চালান পাস করাইয়া লইয়া ব্যাঙ্কে জমা দিয়া প্রথম কপি উক্ত ডাকপত্রের সাথে গাঁথিতে হইবে। ডাকপত্র জমা দেওয়ার বা পৌছানোর শেষ সময় ২৯-৩-৮৬ তারিখ বেলা ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত। ডাকপত্র ঐ দিনই বেলা ২ ঘ. কার সময় খোলা হইবে এবং কাহাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে তাহা ঠিক করা হইবে।

শর্তাবলী :

১। উক্ত পুকুরের ঐ সময়ের জন্য বন্দোবস্তের সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৬,৮০০.০০ (ছয় হাজার আটশত) টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

২। বন্দোবস্ত যাহাকে দেওয়া হইবে তাহাকে এককালীন সমস্ত টাকা জমা দিতে হইবে।

৩। বন্দোবস্তকালীন পুকুরের কোন ক্ষতি হইলে কর্তৃপক্ষ বন্দোবস্ত বাতিল করিতে পারিবেন এবং পুকুরের ক্ষতিপূরণ বাবদ সমস্ত মাছ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

৪। ডাকপত্র বিবেচনার পর বন্দোবস্ত দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাতে কাহারোও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৫। বন্দোবস্ত গ্রহণকারীকে উক্ত ব্যাপারে একটি লিখিত এগ্রিমেন্ট রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে হইবে।

মহকুমা শাসক, জঙ্গিপুর ও প্রেসিডেন্ট ম্যাকেঞ্জি পার্ক হল ও
১১-৩-৮৬ ট্যাঙ্ক ট্রাষ্ট কমিটি

In,

The Court of Shri B. K. Sinha,
Assistant Settlement Officer,
Sahibganj

Title Suit No. 12 of 1933

Plaintiffs : Mrinal Kanti Mitra & others.

Versus

Defendants : Badal Chandra Mitra & others.

To

1) Shyam Sundar Ghosh

2) Amar Ghosh

3) Sesh Nath Ghosh sons of Sirish Chandra Ghosh all residents of Village Nainsukh, P. S. Farakka, District : Murshidabad.

4) Sabina Bibi W/O Gopal Hossain Village : Tildanga P. S. Farakka, District : Murshidabad.

WHEREAS the plaintiffs Mrinal Kanti Mitra and 10 others all of Bewa, P. S. Farakka, District : Murshidabad has instituted a suit against you for partition etc.

You are hereby summoned to appear in this court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the suit. Or who shall be accompained by some person able to answer all such questions, on the 22nd. day of March 1986 at 10 'O' clock in the noon at answer the claim, and you are directed to produce on that day all the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, this 26th day of February 1986.

Assistant Settlement Officer
Sahibganj.

Letter No. 17 Dated 27-2-86

জঙ্গিপুর কলেজের কাহিনী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খাতায় নাম সই করেছেন তার পূর্ণ বিবরণী আমরা জনসাধারণকে জানাব।

গভর্ণিং বডির দুই অধ্যাপক সদস্য বিমলেন্দু দে এবং স্বপন চক্রবর্ত্তী সব চেয়ে বেশি ক্লাস কামাই করেন। অথচ দেখা যাবে তাঁদের অনেকেরই 'ক্যাজুয়াল লীভ' বা 'মেডিক্যাল লীভে' হাত পড়ে না। অধ্যাপকেরা এভাবে ক্লাস কামাই করায় পড়াশোনার গুরুতর ক্ষতি হয়। তাছাড়া এভাবে হঠাৎ হঠাৎ ক্লাস ফাঁক পড়ায় ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া গরুর মত তখন ভি-ডি-ও হলে ভীড় জমায় বা গঙ্গার ধারে চড়ে বেড়ায়। কর্ত্তব্যকর্মে চরম গাফিলতি দেখিয়েও খুঁটির জোরে গভর্ণিং বডির সদস্য বিমলেন্দু দে কলেজের টিচার্স রুমে বুক ফুলিয়ে জাহির করছেন—"আমার যা খুশি তাই করব, যে যা পারেন করুন।" ঠিক এই একই কথা গভর্ণিং বডির সভায় কালিদাস চ্যাটার্জী গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য বিমান গুপ্তকে বলেছেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কালিদাস-বাবুর আমলে আজ দু'বছরের উপর কোন অডিট হয়নি। অনেক খরচই নিয়ম মেনে করা হয় না, আইন কানুনের ধারও ধারা হয় না। জনসাধারণ বা অভি-ভাবকরা কেউ কোন বিষয় কালিদাস-বাবুর কাছে জানতে গেলে অত্যন্ত অসহিষ্ণু এবং রূঢ়ভাবে তিনি তা জানাতে অস্বীকার করেন। একাধিক অভিভাবক আমাদের কাছে এ-অভিযোগ করেছেন। সম্প্রতি 'জঙ্গিপুর সংবাদের' সম্পাদক জঙ্গিপুর কলেজের পড়াশোনা কেমন চলছে সে সম্পর্কে একটা সমীক্ষা করার জন্য কলেজের গত তিন বছরের পরীক্ষার ফলাফল কেমন হয়েছে তা কালিদাসবাবুর কাছে জানতে চান। দিন পনেরোর মধ্যে এটা জানাতে পারলেও চলবে একথা তাঁকে বলা হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত রূঢ় ও অশালীন ভাষায় সে সংবাদ সাংবাদিকদের জানাতে অস্বীকার করেন।

কলেজে পড়াশোনা কি হচ্ছে না হচ্ছে, অধ্যাপকরা ঠিকমত হাজির থাকছেন কিনা, অধ্যাপকরা পড়ানো ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক দলবাজি করছেন কিনা, কলেজের সম্পত্তি এবং সরকারের টাকা কেউ আত্মসাৎ করছেন কিনা, গভর্ণিং বডির সদস্যরা আইন কানুন মানছেন কিনা গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে অভিভাবক ও জনসাধারণের তা দেখার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কোন অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক বা গভর্ণিং বডির কোন সদস্য জনসাধারণ ও অভিভাবকদের উপেক্ষা ও অসম্মান করে এ-রকম ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি কি করে করেন? দলীয় খুঁটির জোর যতই থাকুক জনসাধারণ তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে সাধের জঙ্গিপুর কলেজে 'হরি-ঘোষের গোয়াল' কায়েম হতে দেবেন না। ক্ষমতার দম্ভের পরিণতি কি হয় স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী এবং অতি সম্প্রতি ফিলিপাইনের মার্কোস চরম মূল্য দিয়ে তা দেখিয়ে গিয়েছেন। অতএব সাধু সাবধান!

(চলবে)

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

অরঙ্গাবাদ: গত ৬ মার্চ অরঙ্গাবাদ ডি, এন কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে এস, এফ, আই—পি, এস, ইউ মোর্চা বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ছাত্র পরিষদের কাছ হতে ছাত্র সংসদ দখল করেছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা:
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সাহা ক্যাটারার
(বিয়ে বাড়ী ও ক্যাটারিং)
এ শহরে সর্বপ্রথম বিবাহ ও আপনার যাবতীয় অনুষ্ঠানে শহরের উপকণ্ঠে বাড়ী ও ক্যাটারিং এর সুব্যবস্থা করা হয়েছে।
(অল্প খরচে রুচিসম্মত খাদ্য ও বাড়ী ভাড়ার সুযোগ নিন।
যোগাযোগ স্থান: শ্রীহরিপ্রসাদ সাহা, ম্যাকেঞ্জি মাঠের সম্মুখে ও পণ্ডিত ষ্টেশনার্স, রঘুনাথগঞ্জ।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন: ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।